

আল কুরআন
অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু
আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি
.....
বস্তুতঃ তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো।
সূরা আল ইমরান ৫৫

দৈনিক

কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ৯ শোমবার ৯ ২০ জুলাই ২০২৬ ৯ ০৫ সফর ১৪৪৮ ৯ ০৫ শ্রাবণ ১৪৩৩ ৯ ৯ম বর্ষ ৯ ৪৯ সংখ্যা ৯ ৪ পৃষ্ঠা ৯ ৫ টাকা



জুলাইয়ের চেতনা বিক্রি করে বেশিদিন রাজনীতি করা যাবে না
কীর্তনখোলা ডেস্ক
শ্রদ্ধামন্ত্রী সাল্লাহুদ্দিন আহমদ বলেছেন, যারা জুলাই চেতনার ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছেন ২ এর পাতায় দেখুন



২০২২ সালের বিশ্বকাপ সম্প্রচারে দুর্নীতি ও লুটপাটের অভিযোগ
কীর্তনখোলা ডেস্ক
২০২২ সালের বিশ্বকাপ সম্প্রচারে মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে বিপুল অর্থের লেনদেন হয়েছিল। এ বিষয়ে বিভাগীয় সদস্য ২ এর পাতায় দেখুন



তুরস্কের অভ্যুত্থান দমনে এরদোয়ানের নেতৃত্বের প্রশংসা জামায়াত আমিরের
কীর্তনখোলা ডেস্ক
তুরস্কের অভ্যুত্থান দমনে দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোয়ানের দৃঢ় ও সাহসী নেতৃত্বের প্রশংসা ২ এর পাতায় দেখুন



শাপলা চতুরে ৬১ জনকে হত্যার তথ্য মিলেছে, শনাক্ত ৫৮
কীর্তনখোলা ডেস্ক
রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চতুরে ২০১৩ সালের ৫ মে হোফাজতে ইসলামের সমাবেশে এখন পর্যন্ত ৬১ জনকে ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সন্ত্রাসী হামলা সাংবাদিকসহ ১৫ শিক্ষার্থী আহত

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থীর হামলায় ক্যাম্পাস সাংবাদিকসহ অন্তত ১৫ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন নভোথিয়েটারের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের ফেসবুক পেজে গণিত বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের এক শিক্ষার্থীর একটি ব্যক্তিগত ভিডিও প্রকাশকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত হয়। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য ওই শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের সাধারণ স্পিকার আবু উবাইদা এবং সাংবাদিক

বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাদের ওপরও সংঘবদ্ধ হামলা চালালে হয়। হামলায় অংশ নেওয়া ৪০ থেকে ৫০ জন লাঠি, রড, পাইপ ও ইটপাটকেল ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ দিকে, ঘটনার ভিডিও ধারণ করতে গেলে ‘আজকালের

কণ্ঠ’-এর সাংবাদিক আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ‘দৈনিক আমার দেশ’-এর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মাসুদ রানার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগও উঠেছে। হামলায় আহতদের মধ্যে রয়েছেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অমিও মন্ডল, রিপন মন্ডল, নাহিদ ইসলাম ও আব্দুল কাদের ইমিন, লোকপ্রশাসন বিভাগের তাজিল্লা, সিএসই বিভাগের সিফাত, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের মারুফ এবং ইংরেজি বিভাগের আহসান। আহতদের মধ্যে

কয়েকজনকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাংবাদিক আব্দুল কাদের বলেন, “আমার ওপর ২ এর পাতায় দেখুন



২৪-এর জুলাইয়ে আমরা ইন্ডিয়ার শাসন থেকে মুক্ত হয়েছি

ববি উপাচার্য

ববি প্রতিনিধি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মামুন অর রশিদ বলেছেন, ১৯৭১ সালে আমরা পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। এই স্বাধীনতায় আবার ইন্ডিয়ার কাছে হারিয়েছিলাম। তারা আমাদের শোষণ করেছে, আপাদমস্তক আমাদের শাসন করেছে। ২৪-এর জুলাইয়ে আমরা সেই ইন্ডিয়ার শাসন থেকে মুক্ত হয়েছি। রবিবার (১৯ জুলাই) ‘জুলাই ২০২৪: প্রথম ফ্যাসিস্টমুক্ত স্বাধীন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়’ দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। উপাচার্য বলেন, “বাংলাদেশ তার নিজস্ব গতিতে চলবে, কারও হারা হস্তক্ষেপ হবে না। আগামীর ২ এর পাতায় দেখুন



সড়ক প্রতিমন্ত্রীর এলাকার সড়কই বেহাল: ভোগান্তিতে এলাকাবাসী

মেহেদিগঞ্জ প্রতিনিধি

বরিশালের মেহেদীগঞ্জ উপজেলার কাজিরহাট থানার আন্ধারমানিক ইউনিয়নের ভংগা গ্রামের আলী খার হাট থেকে আজিমপুর কাজিরহাট পর্যন্ত চার কিলোমিটার সড়ক দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, চারদলীয় জোট

সরকারের সময় সড়কটিতে ইট বিছানোর সিদ্ধান্ত হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। বর্ষাকালে কাদা ও খানাখন্দে সড়কটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, এতে শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এলাকাবাসীর তথ্যে জানা যায়, কাজিরহাট থানার আওতাধীন

ভংগা গ্রামের এই সড়ক ২০০০ সালে নির্মাণ করা হয়। পরে চারদলীয় সরকারের আমলে চার কিলোমিটার সড়কে ইট বিছানোর সিদ্ধান্ত হয়। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই সময়ে এক কিলোমিটারও ইট বিছানো হয়নি এবং বরাদ্দের অর্থ আত্মসাৎ ২ এর পাতায় দেখুন



স্বামীকে কিল-ঘুষি স্ত্রীর ৫ দিনের কারাদণ্ড

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

আদালতের বারাদায় স্বামীকে গালিগালাজ ও কিল-ঘুষির অভিযোগে ফাতিমা মনীষা নামের এক নারীকে পাঁচ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন বরিশাল অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। রোববার বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ তাত্ক্ষণিক এই আদেশ দেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, যৌতুকসংক্রান্ত একটি মামলায় বৃগ্নিশালের বারাদালে হাজিরা দিয়ে বের হওয়ার সময় মামলার বাদী স্বামীঃ মো. সাজ্জাদ হোসেনকে কিল-ঘুষি দেন স্ত্রী ফাতিমা। এ সময় সাজ্জাদের মাকেও অকথা ভাষায় গালিগালাজ করেন তিনি। ঘটনার পরপরই ভুক্তভোগী সাজ্জাদ হোসেন দণ্ডবিধি ২০২৩ ও ৫০৬(২) ধারায় অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতের বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ সামারি ট্রায়াল পরিচালনা করে আসামি ফাতিমা মনীষাকে পাঁচ দিনের কারাদণ্ড দেন।

জাবেদের ফ্ল্যাটে মিলে ৩০০ কোট, ৫৩২ টাই ও ৮ বিলাসবহুল গাড়ির চাবি

কীর্তনখোলা ডেস্ক সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের রাজধানীর গুলশানের দুটি ফ্ল্যাটে আদালতের নির্দেশে অভিযান চালায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দমক)। অভিযান শেষে ওই দুই ফ্ল্যাটে থাকা মালামালের তালিকা (ইনভেন্টরি) তৈরির কাজ শুরু করেছে সংস্থাটি। প্রথম দিনের ইনভেন্টরিতেই ৩০০টি কোট, ৫৩২টি টাই, রোলস্লেজ গাড়ির বক্স, মার্সিডিজ বেঞ্জসহ চটি বিলাসবহুল গাড়ির চাবি, মুন্ডার গহনা, রাডবাসিসহ বিপুল পরিমাণ বিলাসবহুল সামগ্রীর তথ্য উঠে এসেছে। উদ্ধার হয়েছে একটি রোলস্লেজ গাড়ির ওয়ারেন্ট কার্ডও, যে গাড়ির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ২১ লাখ টাকা। রোববার (১৯ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে গুলশান-২-এর ৬৬ নম্বর সড়কে অবস্থিত ফ্ল্যাট দুটিতে প্রবেশ করেন দমক কর্মকর্তারা। এ সময় তাদের সঙ্গে ২ এর পাতায় দেখুন

জুলাই স্মরণ করিয়ে দেবে ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়

চরমোনাই গীর

কীর্তনখোলা ডেস্ক সরকারের দিকে ইঙ্গিত করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম (চরমোনাই গীর) বলেছেন, জুলাই সনদ এবং জাতি আপনাদের থেকে যেতলো আশা করছে, সবকিছু বাস্তবায়ন করার পথে এগিয়ে যান। জুলাই আপনাদের স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে, ক্ষমতা কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। রোববার (১৯ জুলাই) জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুল সালাম হলে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভার আয়োজন করে ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ। রেজাউল করীম বলেন, চরমোনের অভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষ জেলান দিয়েছে এবং ৫০০’র মতো মানুষ দোখ হারিয়েছে। যোমদেহের কাছে মুরগি বর্গা রাখা মেনে নিরাপদ নয়, তেমনভাবে বারবার আমাদের যাদের হাতে আত্মসাৎ ২ এর পাতায় দেখুন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট বরিশাল জেলায় জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (১৯ জুলাই) বেলা ১১টায় জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে জেলা প্রশাসক মো. মামুন খন্দকারের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক বলেন, জনগণের সেবা করাই সরকারি কর্মচারীদের একমাত্র লক্ষ্য। জেলার উন্নয়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। জনগণের উন্নয়ন সম্পর্কিত সরকারি গৃহীত পদক্ষেপগুলো যেমন কৃষক কার্ড, জেলা কার্ড ও ফ্যামিলি কার্ডের কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। এছাড়া জেলার সামগ্রিক অগ্রগতি নিশ্চিত ২ এর পাতায় দেখুন

‘জুলাই ছিলো আশুতনমাখা জুলাই ছিলো রক্ত’
মৌমিতা বিনতে মিজান
২০ জুলাই ২০২৪। সরকার তৃতীয় দিনের মতো সারাদেশে ইন্টারনেট সেবা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখে, যার ফলে দেশ একপ্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯ জুলাই দিবাগত রাত ১২টা থেকে প্রথম দফায় কারফিউ শুরু হয়। পরে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ রাখা হয় এবং নির্বাহী আদেশে ২১ ও ২২ জুলাই সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সরকার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনী মাঠে নামে। টানা দুই দিনের ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ও ব্যাপক সহিংসতার কারণে পরদিন এই কঠোর পদক্ষেপ নেয় তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার, তবে ২ এর পাতায় দেখুন

হয়। পরে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ রাখা হয় এবং নির্বাহী আদেশে ২১ ও ২২ জুলাই সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সরকার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনী মাঠে নামে। টানা দুই দিনের ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ও ব্যাপক সহিংসতার কারণে পরদিন এই কঠোর পদক্ষেপ নেয় তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার, তবে ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
প্রতিনিধি আবশ্যিক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য ঝালকাঠি জেলা: নলছিটি, রাজাপুর, পটুয়াখালী জেলা: পটুয়াখালী, জোলা জেলা: তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, পিরোজপুর জেলা: নাজিরপুর, নেওারাবাদ ও বরিশাল জেলা: উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আবশ্যিক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।
-মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

নতুন আসীকে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে
বিশ্বমানের সিমেন্ট



সেবা : ০২৯১০০৬৬৬৪৫, ০২৯১০২৭৭০৪

সম্পাদকীয় ওষুধ বাণিজ্যে নৈরাজ্য

ওষুধ জনস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু পরিচােপের বিষয় হলো, অন্য বাজার পণ্যের মতো ওষুধ খাতেও বিরাজ করছে সীমাহীন নৈরাজ্য। মানহীন, মেয়াদোত্তীর্ণ, নকল ওষুধে বাজার সয়লাব। রয়েছে সিন্তিকটের দৌরাড্রা। জীবন রক্ষাকারী বহু ওষুধের উচ্চমূল্য নিয়ে রয়েছে বিশ্বর অভ্যোগ। এসব অনিয়ম রোধে আইন থাকলেও মাঠ পর্যায়ে তেমন প্রয়োগ নেই। ফলে যে ওষুধের জীবন বাঁচানোর কথা, অনেক সময় সেই ওষুধই মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠছে। প্রতিবেদনের প্রথম পর্বে বলা হয়েছে, ওষুধের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো সরিয়ে ফেলার কথা, কিন্তু অতি মুনাফার লোভে দোকানিরা সেগুলোই দৈদার বিক্রি করছেন। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামেও একই চিত্র। শুধু তা-ই নয়, অপারেশন থিয়েটারেও মিলেছে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ। খবরে বলা হয়েছে, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সেবনের ফলে মৃত্যুও হয়েছে। জানা গেছে, দেশে নিবন্ধিত ফার্মেসির সংখ্যা দুই লাখ ৩৫ হাজারের বেশি, কিন্তু অনির্বন্ধিত ফার্মেসি রয়েছে ৫০ হাজারের বেশি। মাঝেমাঝে এসবের বিরুদ্ধে অভিযান চলে, তবে নামমাত্র জরিমানা করা হয়। এতে কারকের কাজ হয় না। ধারাবাহিক প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখতে পাই, ক্যাপারের ওষুধের কীচালয় আমদানি শুধু ও ভাট শুল্ক পরতছে সরকার, অথচ বাজারে ওষুধের দাম কমেনি, যদিও এই ছাড়ের ফলে ওষুধের দাম ১৪ থেকে ১৮ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব। অন্যদিকে প্রতিবছর নতুন করে ক্যাপারে আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় পৌনে দুই লাখ মানুষ। দুর্ভাগ্যোগ্য ক্যাপারের চিকিৎসা করাতে গিয়ে বহু পরিবার সর্বশাস্ত হয়ে পড়ছে। ভূতীয় গর্তে পরে বলা হয়েছে, আইন অনুযায়ী প্রেসক্রিপশনভিত্তিক ওষুধের চেষ্টার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। তবে এ কারণে ওষুধ কম্পানিগুলো বেছে নিয়েছে অনৈতিক বিপণন কৌশল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা চিকিৎসকদের দামি উপহার দিচ্ছেন, বিনিময়ে প্রেসক্রিপশনে যুক্ত হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় উচ্চমূল্যের ওষুধ, যা শেষ পর্যন্ত ভুভভোগ্য রোগীর কাছেই বর্তায়। গতকাল শেষ পর্বে বলা হয়েছে, এত এত অনিয়ম থাকলেও শাস্তির নজির নেই বললেই চলে। ২০২৩ সালে প্রণীত ওষুধ ও কসমেটিকস আইনে নকল ও ভেজাল ওষুধ উৎপাদন ও বিপণনে সর্বোচ্চ সাজা হিসেবে মারবন্দি বন্য কানারদের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু আইনটি কার্যকর হওয়ার আড়াই বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত এই আইনে কার্যকর দণ্ড দেওয়া হয়নি। ওষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক আকতার হোসেন বলেন, প্রতিবছর ওষুধের মান যাচাই হয়, কিন্তু এই সংখ্যা খুব কম। বিষয়টি সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অবগত থাকলেও পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। কারণ পরীক্ষা লোকবল নেই। ওষুধের ওষুধাংশি আর সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতীয় চাহিদার প্রায় ৯৯ শতাংশই নিমিত্তে থাকে দেশীয় খাত। অভ্যন্তরীণ বাজার ১৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। আমাদের ওষুধ এখন রপ্তানিও হচ্ছে। কথা হলো, তার পরও এই খাতে এত নৈরাজ্য কেন? আমরা মনে করি, ওষুধ খাতে অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা রোধে ওষুধ প্রশাসনের আরো কার্যকর ভূমিকা নেওয়া দরকার। লোকবল বাড়িয়ে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। জীবন রক্ষাকারী ওষুধ নিয়ে যে কোনো ধরনের অপতৎপরতা বন্ধে এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সস্তাসী হামলা

২০ থেকে ৩০ জন লারিসৈন্য নিয়ে অতর্কিত হামলা করেছে। হামলাকারীদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টিগ্‍মূলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছে।" এ বিষয়ে গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ড. বিজয় কৃষ্ণ সাহা বলেন, “এখন পর্যন্ত আমার কাছে কোনো লিখিত অভিযোগ আসেনি। গণিত বিভাগ ও গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ বিষয়টি নিয়ে প্রক্টর অফিসে বসবে। লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেলে দস্তক করে দায়ীরে বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।” গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র উপদেষ্টা ও সহকারী অধ্যাপক মো. ইমরান হোসেন জানান, ঘটনার খবর পেয়ে তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। তিনি বলেন, “আমাদের বিভাগের ৮ থেকে ৯ জন শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের হাসপাতালে পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।” বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মেহেদী হাসান সোহাগ জানান, উভয় পক্ষকে লিখিত অভিযোগ জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত কমিটি গঠন করে দ্রুততম সময়ে ঘটনার সূহ্য তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২৪-এর জুলাইয়ে

বাংলাদেশে নির্মাণে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।” তিনি আরও বলেন, “এই আন্দোলন দেশের জন্য হয়েছে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য হয়েছে।” এর আগে সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। পরে সকাল ১১টায় কীর্তনখোলা হলে আলোচনা সভা শুরু হয় অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনা সভায় ববি ছাত্রপুলের সভাপতি মোশাররফ হোসেন বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা আহত হয়েছে, রক্তাক্ত হয়ে, যার বিনিময়ে আমরা জুলাই পেয়েছি। আপনারা যেভাবে জুলাই দিবস, আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন, আপনারা সেইভাবে আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের বিচার নিশ্চিত করবেন। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাকিবুল হাসান বলেন, জুলাইয়ে সময়ে আমাদেরকে হল থেকে বের করে দেওয়া হলো, প্রশাসন থেকে বলা হলো তোমাদের কোনো দায়িত্ব নেওয়া হবে না। আমি বলতে চাই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ফ্যাসিস্টরা উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনা সভায় ববি ছাত্রপুলের সভাপতি মোশাররফ হোসেন বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা আহত হয়েছে, রক্তাক্ত হয়ে, যার বিনিময়ে আমরা জুলাই পেয়েছি। আপনারা যেভাবে জুলাই দিবস, আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন, আপনারা সেইভাবে আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের বিচার নিশ্চিত করবেন। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাকিবুল হাসান বলেন, জুলাইয়ে সময়ে আমাদেরকে হল থেকে বের করে দেওয়া হলো, প্রশাসন থেকে বলা হলো তোমাদের কোনো দায়িত্ব নেওয়া হবে না। আমি বলতে চাই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ফ্যাসিস্টরা উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনা সভায় ববি ছাত্রপুলের সভাপতি মোশাররফ হোসেন বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা আহত হয়েছে, রক্তাক্ত হয়ে, যার বিনিময়ে আমরা জুলাই পেয়েছি। আপনারা যেভাবে জুলাই দিবস, আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন, আপনারা সেইভাবে আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের বিচার নিশ্চিত করবেন। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাকিবুল হাসান বলেন, জুলাইয়ে সময়ে আমাদেরকে হল থেকে বের করে দেওয়া হলো, প্রশাসন থেকে বলা হলো তোমাদের কোনো দায়িত্ব নেওয়া হবে না। আমি বলতে চাই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ফ্যাসিস্টরা উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনা সভায় ববি ছাত্রের মো. মেহেদী হাসান সোহাগ বলেন, এই গণঅভ্যুত্থান একক কোনো দল বা ব্যক্তির না। এই আন্দোলন ছিলো বাংলাদেশের সকল মুক্তিকামী জনগণর। এই জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিলো ফ্যাসিবারির বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের লড়াই। এই গণঅভ্যুত্থান ছিলো ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীর পক্ষে। বলতে চাই জুলাই গণঅভ্যুত্থান সকল মানুষের মুক্তির অভ্যুত্থান।

সড়ক প্রতিমন্ত্রী এলাকার সড়কই

করা হয়। এরপর বহু বছর পার হয়েও সড়কটির উন্নয়ন হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষা, সানার্য বৃষ্টিতেই সড়কটি কাদা আর খানখান্দে ভরে যায়। এতে প্রতিদিন শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকে যুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। বিশেষ করে, বর্ষাকালে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়ার মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটেছে। ভগ্না তালিমুল ইসলাম দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা জাকির হোসাইন বলেন, ‘কাজিরহাটের ১ নম্বর আন্ধারমার্কার ইউনিয়নের ভগ্না গ্রামের আলী খার হাট থেকে আজিমপুর কাজিরহাট পর্যন্ত চার কিলোমিটার সড়ক যেন দুর্ভোগের আরেক নাম। বহু আগে একাধেই ইতি বিছানো হলেও তা বীর্ণানের পথে। এই সড়ক দিয়ে মধ্যভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভগ্না তালিমুল ইসলাম দাখিল মাদ্রাসা, নুরানি মাদ্রাসার ৪০০ শিক্ষার্থী নির্যাতন আসা-যাওয়া করে। গত ২৭ জুন সড়ক প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান এমপিএর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বর্ষায় রাস্তার করণ দশার কথা লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। এমনকি উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শনও করেছে।

কিন্তু আজীবনই বেহাল হয়ে রইল সড়কটি।’ এলাকাবাসী ও মদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে বিটিচনের আগে জনপ্রতিনিধিরা রাস্তাটি পাকা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নিলেও জয়ের পর আর উদ্যোগ্য নেননি। স্থানীয় বাসিন্দারা আরও অভিযোগ করেন, মেহেন্ীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যানও প্রতিশ্রুতি দিয়েও কোনো উদ্যোগ্য নেননি। ভগ্না গ্রামের ইউপি সদস্য হুমায়ুন মোস্তা বলেন, রাস্তাটির অবস্থা খুবই খারাপ। বহু বছর আগে এই রাস্তায় ইট বিছানোর কথা ছিল। কিন্তু ওই বরাদ্দ কী হয়েছে, জানা নেই। বর্ষায় শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের নিদারুণ কষ্ট হচ্ছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভাষা, রাস্তাটি এখন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। স্কুল-মাদ্রাসায় যাতায়াতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু দেখার কেউ নেই। জনদুর্ভোগের এই দায় প্রশাসন এড়াতে পারে না বলেও তারা মন্তব্য করে। এ বিষয়ে মেহেন্ীগঞ্জ উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী মো. সাইফুল ইসলাম রাকিব জানান, তাঁরা কোনো সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ্য নিলে পুরোটাই পাকা করেন। এই সড়কের ক্ষেত্রে তাঁর দপ্তর থেকে প্রাক্কলন প্রস্তুত কিংবা দরপত্র আহ্বান এ ধরনের কোনো উদ্যোগ্য নেওয়া হয়নি। স্থানীয় সসদ সদস্য ও সড়ক প্রতিমন্ত্রীকে এলাকাবাসীর অবহিত করার বিষয়ে তিনি জানান, বিষয়টি তাঁর জানা নেই।

পারম্পরিক কাজের সমন্বয়

করতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে পারম্পরিক কাজের সমন্বয় আরও জোরদার করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বরিশাল শহরকে একটি আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। নগরীর স্থানীয় নদী-খাল দূষণমুক্ত রাখতে অবিরোধী কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া, সরকারি বাক্স প্রাপ্তকে সর্বনময় পরিচ্ছন্ন, বজ্রমুক্ত রাখার পাশাপাশি অফিসের ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগাতে হবে। অন্তর্ধান সফলনায়ী ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সালামা পারভীন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পুলিশ সুপার এ. জেড. এম মোস্তাফিজুর রহমানসহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।

মুলাদীতে অপহৃত কিশোরীকে

হোসেনের ছেলে মো. রিমনের। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত ২৬ জুন রিমন ওই কিশোরীকে ফুসলিয়ে ঢাকায় নেওয়ার পর রহমানসিহেরে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। এদিকে কিশোরীকে খুঁজে না পেয়ে পরদিন তার বাবা মুলাদী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, অভিযান চালিয়ে অপহৃত কিশোরীকে উদ্ধার ও অভিযুক্ত রিমনকে আটক করা হয়েছে। অভিযুক্ত রিমনকে সকালে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ওসি আরও জানান, এ ঘটনায় কিশোরীর বাবা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছেন।

ভরা মৌসুমেও ইলিশের

৫০০ থেকে ২ হাজার ৮০০ টাকা। ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে প্রায় ১ হাজার ৮০০ টাকা এবং ৪০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের দাম ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৬০০ টাকার মধ্যে। খুচরা বাজারে দাম আরও ভড়া। আড়তদারদের দাবি, এ সময়ে সাধারণত বাজারে ইলিশের গোলান অনেক বেশি থাকে। কিন্তু স্থানীয় নদীতে মাছের পাকলা পড়ছে। প্রত্যাশিত সরবরাহ মিলছে না। ফলে হাতিয়া থাকলেও বাজারে দায়ের উর্ধ্বগতি চোঁকো যাচ্ছে না। পোট রোড থানায় মোকামের লিয়া আড়তের স্বত্বাধিকারী নাসির উদ্দিন বলেন, নদীতে ইলিশে খুবই কম। গত কয়েকদিনে মোকামে ৬০ থেকে ১০০ মণের বেশি ইলিশ ওঠেনি। অথচ আগে কয়েকশ মণ মাছ পাওয়া স্বাভাবিক বেড়েছে। মহানগর মৎস্য অবতণ্ণ কেন্দ্রে মাছ-কচি-সমিতির সভাপতি মো. জহির শিকদার বলেন, আগে ১৭০ আড়তে প্রতিদিন এক হাজার থেকে ২১০০ মণ ইলিশ উঠতো। এখন তা নেমে এসেছে মাত্র ১০০ থেকে ১৫০ মণে। আগে যেখানে প্রতিদিন কোটি টাকার বেশি লেনদেন হতো, বর্তমানে তা ৩০-৪০ লাখ টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দায়ের কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্রেতারাও। সাইফুল নামের এক ক্রেতা বলেন, আগে যে ইলিশ ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৬০০ টাকায় কেনা যেত, এখন একই ধরনের মাছ কিনতে হচ্ছে ২ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার ৮০০ টাকায়। তার অভিযোগ, সরবরাহ কম থাকার সুযোগে ব্যবসায়ীদের একটি অংশ অযৌক্তিকভাবে দাম বাড়িয়ে রেখেছে। আরেক ক্রেতা মামুন জানান, খুচরা বাজারের তুলনায় কিছুটা কম দামে মাছ কিনতে পাইকারি বাজারে এসেছিলাম। কিন্তু এখানেও দাম প্রায় একই। শেষ পর্যন্ত ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রাম ওজনের চারটি ইলিশ কিনতে খরচ হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ৫০০ টাকা। সোহেল নাম আরেক ক্রেতা বলেন, ইলিশের দাম নাগালেগর বাইরে চলে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে পাঞ্জাশ কিনেছি। আগে ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ৮০০ থেকে ৯০০ টাকার মধ্যে পাওয়া গেলেও এখন সেই মাছের দাম দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার টাকায়। একই সঙ্গে অন্যান্য মাছের দামও বেড়েছে। বর্তমানে পাঞ্জাশ কিনতে হচ্ছে কেজিপ্রতি প্রায় ২৮০ টাকায়। অন্যদিকে হতশা সময় পার করছেন জেলেরা। কীর্তনখোলা নদীর জেলে আসলাম বলেন, নদীতে ছোট-বড় কোনো সাইজের ইলিশই মিলছে না। ধারদেনা করে সন্সার চালাতে হচ্ছে। এছাড়া বৈরী আবহাওয়ার কারণে নদীতে ঠিকমতো জাল ফেলাও যাচ্ছে না। কীর্তনখোলা নদীর আরেক জেলে সগির জানান, সরকারি নিষেধাজ্ঞা মেনে নদীতে গেলেও ইলিশের দেখা মিলবে না। এমন অবস্থা চলতে থাকলে ঋণ শোধ করতে জাল বিক্রি ছাড়া উপায় থাকবে না। বরিশালের জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ড. হাদিদুজ্জামান বলেন, জুন থেকে ইলিশের মৌসুম শুরু হলেও প্রকৃত দূর্য্যে তা মৌসুম সাধারণত জুলাই থেকে শুরু হয়। পর্যাপ্ত বৃষ্টি হলে সাগর থেকে নদীতে ইলিশের আগমন বাড়বে। তখন ইলিশেরে দামও কমবে বলে তিনি আশাবাদী।

জুলাই অন্নণ করিয়ে

তুলে দেই, তাদের কাছে আমাদের দেশ, মানুষ এবং ইসলাম নিরাপদ নয়। দেশের মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আমরা বাবরকে যে ইতিহাস রচনা করি, সেটির ফলাফলকে ভালোভাবে ভোগ করার জন্য ভালো মানুষের হাতে দায়িত্ব দিতে হবে। তা না হলে শেয়াবেরে করে মুরগি বর্ণা দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে থাকবে। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন- দল্লার মহাসিবি মাওলানা গাজী আভাউর রহমান, গুগু মহাসিবি মাওলানা মুহাম্মদ শোখার উদ্দিন, সহকারী মহাসিবি কে এম আতিকুর রহমান এবং ইসলামি যুব আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি আতিকুর রহমান মুজাহিদ প্রমূখ।

জাবেদের ফ্ল্যাটে মিলেো

পুলিশ সদস্যরাও ছিলেন। দুদকের জসসযোগ্য কর্মকর্তা ও উপ-পরিচালক আখতারুল ইসলাম জানান, আদালতের অনুমতি নিয়ে দুদকের উপ-পরিচালক মো. মশিউর রহমানের নেতৃত্বে একটি যৌথ দল নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ফ্ল্যাট দুটিতে থাকা মালামালের ইনভেন্টরি তৈরির কাজ করছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ফ্ল্যাট দুটি দুদকের নিযুক্ত রিসিভারের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দুদকের উপ-পরিচালক মো. মশিউর রহমান বলেন, প্রথম দিনের

অভিযানে দুই ফ্ল্যাট থেকে প্রায় ৩০০টি কোট, ৫৩২টি টাই, রোলেক্সের চারটিসহ মোট আটটি ঘড়ির বক্স, তিন সেট মুজার গহনা, চারটি ঝাড়ুবাতি, বেড, সোফা এবং প্রায় ১০০ স্টেট কামিজের তালিকা করা হয়েছে। সংস্থান্টি জানিয়েছে, আগামীকাল সোমবারও ইনভেন্টরির কাজ চলবে। এরপর সব মালামালের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে। অভিযান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, প্রায় সাড়ে সাত হাজার বর্গফুট আয়তনের দুটি ফ্ল্যাট আদালতের ক্রোক আদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দখলে নেওয়া হচ্ছে। এ জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গুলশান থানা পুলিশের উপস্থিতিতে বদ্ধ ফ্ল্যাট দুটির তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করা হয়। দুদকের দাবি, ফ্ল্যাটে মাসিডিজ বেঙ্গলসহ আটটি বিলাসবহুল গাড়ির চাবি এবং দুর্নীতির নানান আলামত পাওয়া গেছে। তবে অনেক মূল্যবান মালামাল আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে ধারণা করছে সংস্থাটি। অভিযানের সময় একটি বিলাসবহুল রোলেক্স ঘড়ির ওয়ারেন্টি কার্ডও উদ্ধার করা হয়। দুদকের দাবি, ঘড়িতে মাসিডিজ বেঙ্গলসহ আটটি রোলেক্স সেলিনি (মডেল-৫০৫১৯)। এটি ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি লন্ডনের বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর হার্ডস থেকে কেনা হয়। ওয়ারেন্টি কার্ডে ঘড়ির মালিক হিসেবে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নাম, মডেল নম্বর এবং সিরিয়াল নম্বর উল্লেখ রয়েছে। আন্তর্জাতিক ঘড়ির বাজারসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী, একই মডেলের ব্যবহৃত ঘড়ির বর্তমান বাজারমূল্য ১৩ থেকে ১৭ হাজার মার্কিন ডলারের মধ্যে। আর বাতুন বা ব্যবহৃত ঘড়ির দাম প্রায় ১৬ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার। বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশে ফ্রায় এর মূল্য ২১ লাখ টাকার কাছাকাছি। দুদক জানিয়েছে, ফ্ল্যাট দুটি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর এর রংগোলকেরের দায়িত্বে থাকবে সংস্থায়ির সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ। আদালতের পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পত্তিগুলোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও বিদেশে বিপুল সম্পদ গড়ার অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। সংস্থান্টির দাবি, তার বিরুদ্ধে বিশ্বের নয়টি দেশে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এছাড়া ৩০টি মামলায় প্রায় ৫০০ কোটি টাকা আত্মসাতের তথ্য-প্রমাণও সংগ্রহ করা হয়েছে। এর আগে আদালত যুক্তারাজ্যে তার নামে থাকা ৫১৮টি ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্ট ক্রোক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতেসহ আট দেশে থাকা ৩৩০টি বাড়ি, ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্ট জবের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে তার নামে থাকা দুটি কোম্পানিতে বদা বিনিয়োগও অবরুদ্ধ করা হয়েছে। দুদকের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশে থাকা এসব সম্পদ ও বিনিয়োগের মোট মূল্য প্রায় ২ হাজার ৩২০ কোটি ৯২ লাখ টাকা। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও বিদেশে বিপুল সম্পদ গড়ার অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। পরে তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করা হয়।

শাপলা চতুরে ৬১ জনকে

হত্যার তথ্য মিলেছে। এদের মধ্যে ৫৮ জনের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। রোববার (১৯ জুলাই) দুপুরে বিজ কাথ্যালয়ে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান তিনি। চিফ প্রসিকিউরর বলেন, আমরা সব আসামির নাম প্রকাশ করছি না। তবে, ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজসহ প্রধান আসামিদের নাম বলতেই পারি। তিনি বলেন, তদন্তের বসড়া তালিকায় ৬১ জনের মৃত্যুর তথ্য উঠে এসেছে। এর মধ্যে ৫৮ জনের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বাকি তিনজনের পরিচয় নিশ্চিতের কাজ এখনো চলমান। হেফাজতে ইসলামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক এসঙ্গে আমিনুল ইসলাম বলেন, তদন্ত প্রতিবেদনের খসড়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তদন্তে যেন কোনো প্রকৃত আসামি বাদ না পড়ে এবং নির্দোষ কেউ যেন অভিযুক্ত না হয়, সে বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আগামী ২১ জুলাই নির্ধারিত সময়ই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র (ফরমাল চার্জ) দাখিল করা হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। ব্রিফিংয়ে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের গুপ্ত মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক জানান, শুরু থেকেই তারা দায়িত্ব করে আসছেন- নিহতের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি এবং অনেক তথ্য এখনো অনুপস্থিত। তার মতে, সেসময় রক্ত্রীয়ভাবে নিহতদের মরদেহ গুম করার চেষ্টা হয়েছিল। ফলে তদন্ত প্রতিবেদনে অনেক তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে তাদের কাছে সংরক্ষিত প্রাণাণ্য তথ্য অনুযায়ী ৬১ জন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে হেফাজতে ইসলামের সিনিয়র নায়েরে আমির আব্দুল হামিদ (মধুপুর পীর), মুফতি হারুন ইলহাসরহ সংগঠনটির একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিল। এর আগে শাপলা চতুরেরে এ ঘটনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা তাদের তদন্ত প্রতিবেদন প্রসিকিউশনের কাছে জমা দেয়। প্রতিবেদনে পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদসহ ৪০ জনের অধিক ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। আসামিদের তালিকায় আরও রয়েছেন একাত্তর টেলিভিশনের সাবেক প্রধান সম্পাদক মোজাম্মেল হক বাবু, সাবেক প্রধান প্রতিবেদক ফারজানা রুপা, লেখক ও সাংবাদিক শাহরিয়ার কবীর, তৎকালীন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি), র/গ্যবের মহাপরিচালক এবং ঢাকা মহানগর পুলিশের (জিএমপি) তৎকালীন কামিশনারসহ সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তা।

তুরকের অভ্যুত্থান দমনে

করেনেদে বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। পাশাপাশি এরদোয়ানের নেতৃত্বে তুরকের অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। জামায়াত আমিরের পক্ষ থেকে রিসেল তাইয়্যাপ এরদোয়ানের উদ্দেশে সংহতি ও প্রশংসাপত্র সম্বলিত এক চিঠিতে এসব কথা বলা হয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরকের রদ্বীদুত রামিস শেনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠিটি হস্তান্তর করা হয়। রোববার (১৯ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টায় ঢাকার তুরক দূতাবাসে গিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারির বিরোধীদলীয় নেতার পক্ষে রদ্বীদুত রামিস শেনের হাতে চিঠিটি তুলে দেন। চিঠিতে ডা. শফিকুর রহমান ২০১৬ সালের ১৫ জুলাই তুরকে সংঘটিত বার্ষ অভ্যুত্থানচেষ্টার সময় প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের দৃঢ় ও সাহসী নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে গণতন্ত্র, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সংর্ধানিক শৃঙ্খলা রক্ষায় তুর্কি জনগণের ঐক্য, সাহস ও আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সংহতি প্রকাশ করেন। এছাড়া প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আত্মনির্ভরশীলতা, শিল্পোন্নয়ন এবং মুসলিম বিশ্বের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সহযোগিতা প্রতিভায় প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের নেতৃত্বে তুরকের অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। চিঠিতে বাংলাদেশ ও তুরকের বিন্দ্যমান আত্মপ্রতিম সম্পর্কে আরও সুদৃঢ় ও বহুমাত্রিক করার প্রত্যায়ও ব্যক্ত করা হয়। চিঠি হস্তান্তরের পর তুরকের রদ্বীদুত মিয়া গোলাম পরওয়ারকে দূতাবাসে স্থাপিত ‘১৫ জুলাই গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্য দিবস’ উপলক্ষে নির্মিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখান। এ সময় তিনি ২০১৬ সালের বার্ষ অভ্যুত্থানচেষ্টার বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্ত, তুর্কি জনগণের প্রতিরোধ এবং গণতন্ত্র রক্ষায় তাদের আত্মত্যাগের নানান দিক তুলে ধরেন।

২০২২ সালের বিশ্বকাপ

চলছে এবং দুদকও প্রাথমিক অনুসন্ধান করছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি দাবি করেন, ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর সম্প্রচারস্বত্ব সরাসরি কিনে সাব-

লাইসেন্সিংয়ের মাধ্যমে সরকারের ব্যয় প্রায় শুন্যের কাঠায় নামিয়ে আনা হয়েছে। তথ্যমন্ত্রী বলেন, ফিফার প্রাপ্য অর্থও এবার সরকারি কোষাগারের ওপর চাপ না দিয়েই বেসরকারি উদ্যোগ ও সাব-লাইসেন্সিংয়ের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। রোববার (১৯ জুলাই) রাজধানীর তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬-এর খেলা সম্প্রচার নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। এ সময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. শাহে আলম, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা (পিআইও) সৈয়দ আবদাল আহমদ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) মহাপরিচালক মো. মাহবুবুল আলম উপস্থিত ছিলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এবার ফিফার কাছ থেকে সরাসরি ৩ দশমিক ৮৫ মিলিয়ন ডলারে মিডিয়া রাইটস কিনেছে। পরে দেশের চারটি প্রতিষ্ঠানের কাছে সাব-লাইসেন্সিংয়ের মাধ্যমে এর প্রায় পুরো অর্থই আদায় করা হয়েছে। ফলে সরকারের ওপর নগদ ব্যয়ের চাপ মাত্র তিন থেকে পাঁচ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এমনকি আলোচনার মাধ্যমে এই খাটতিও পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, ২০২২ সালের বিশ্বকাপে ফিফার কাছ থেকে ৩ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলারে সম্প্রচারস্বত্ব কেনা হলেও তা মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে বাংলাদেশে আসে। সে সময় বিটিভি ৯৮ কোটি টাকায় সম্প্রচারস্বত্ব কিনেছিল এবং বেসরকারি সম্প্রচারমাধ্যমগুলোর কাছে আরও প্রায় ৬৯ কোটি টাকায় বিভিন্ন স্বত্ব বিক্রি করা হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ১৪০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল, যা দুর্নীতি ও লুটপাটের কেন্দ্র ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, এবার ফিফার ৩ দশমিক ৮৫ মিলিয়ন ডলারের পাওনা পরিশোধের অর্থও আমরা বেসরকারি উৎস থেকে সংগ্রহ করছি। তথ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) উদ্যোগে সাব-লাইসেন্সিংয়ের মাধ্যমে এ অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফিফার পাওনা পরিশোধের পরও যে তিন-পাঁচ কোটি টাকার খাটতি রয়েছে, সেটিও সাব-লাইসেন্সিং থেকে আদায় করা হবে। ফলে বিশ্বকাপ সম্প্রচারে সরকারের আর্থিক ব্যয় প্রায় শুন্যের কাঠায় নেমে এসেছে। মন্ত্রী বলেন, এবার সরকারি সরাসরি ফিফার সঙ্গে চুক্তি করায় মধ্যস্বত্বভোগীর সুযোগ তৈরি হয়নি। এটি জাতির জন্য একটি সুখবর। ফলে এবার সরকারের রাজস্বের ওপর কোনো চাপ পড়েনি। এর ফলে রদ্বীীয় অর্থ সাহায্য হয়েছে এবং কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীও নির্বিঘ্নে বিশ্বকাপ উপভোগ করতে পেরেছেন। তিনি বলেন, বিশ্বকাপ সম্প্রচার ব্যবস্থাপনায় ব্যয় কমানোর পাশাপাশি সচ্ছতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে ২০২২ সালের সম্প্রচারস্বত্ব কেনাকাটার্য দুর্নীতির অভিযোগ দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) পাঠানো হবে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আইন তার নিজেস্ব গতিতে চলছে। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াও চলেছে। এ বিষয়ে বিটিভির মহাপরিচালক মো. মাহবুবুল আলম বলেন, বিষয়টি নিয়ে বিতানীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি দুদকও একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান চালাচ্ছে বলে তাদের কাছে তথ্য রয়েছে। বিভাগীয় তদন্ত শেষ হওয়ার পর প্রয়োজন হলে তথ্য মন্ত্রণালয় দুদকের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করবে।

জুলাইয়ের চেতনা বিক্রি

তাদের প্রতি আমরা নসিহত হলো- শুধুমাত্র জুলাইয়ের চেতনা বিক্রি করে বেশিদিন রাজনীতি করা যাবে না। তিনি বলেন, যারা শুধু এমপি-মন্ত্রী হওয়ার জন্য, উপদেষ্টা হওয়ার জন্য জুলাইকে ব্যবহার করেছেন, তাদের এখনই সময় আছে যে নতুন বন্দোবস্তের, নতুন রাজনীতির, নতুন ধারা প্রধান করার যে অঙ্গীকার তারা করেছে, আমার বন্ধুরা করছেন, তারা যেন নতুন বন্দোবস্তের নতুন ধারাটি মানুষের সামনে প্রকাশ করেন। কিন্তু পুরাতন বন্দোবস্তের আদলে নয়। তারা নতুন বন্দোবস্তের রাজনীতি কথা বলে পুরাতন বন্দোবস্তের মতো আওয়ামী বন্ধুদের, যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে দেখা করতে যানেন, সেটা সংগঠক নয়। রোববার (১৯ জুলাই) বিকেলে গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) আয়োজিত ‘রক্তস্রাত জুলাই: প্রেক্ষাপট, রক্তের ঋণ এবং কোন পথে বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় এরূপ কথা বলেন তিনি। ‘স্বরষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জনগণের সামনে তাদেরকে উন্মুক্ত হতে হবে যে নতুন বন্দোবস্তের রাজনীতি কোনাটি? নায় ও দরদের’ রাজনীতির যেই ভাষাটা আমার কিছু কিছু বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীর ভাষা তারা আমারও বধু, পুরাতন বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের। শব্দগুলো উচ্চারণ করে যে নতুন বন্দোবস্তের রাজনীতি, ‘নায় ও দরদের’ রাজনীতি এত বাস্তবিকভাবে ওয়া ভালো না। কারণ, এই শব্দগুলো অনেক বেশি ওজন বহন করবে। এগুলো আমরা ব্যাখ্যা দাবি করি যে আপনাদের নতুন বন্দোবস্ত কী? ‘দরদ এবং দায়ের’ রাজনীতি কী সেটাও বলুন। শুধু বক্তৃতা দিলে হবে না। যদি আপনাদের এই নতুন বন্দোবস্তের রাজনীতি জনগণ গ্রহণ করে, আপনাদের পক্ষে জনগণ থাকবে। তিনি বলেন, কিন্তু শুধু একটা দল গঠন করে জুলাইয়ের চেতনার ভিত্তিতে এবং এই চেতনাকে ব্যবহার করে যারা ৪৭-এর চেতনার কথা বলে তাদের কাছে গেলে তো অসুবিধা। এখন আমি বলেছিলাম একদিন সংসদে যো- আপনারা তো ৪৭-এও পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন না। এখন একাত্তরের প্রসঙ্গ যখনই আসে বলে ৪৭, আমরা ৪৭-এ যাই তো ৪৭-এও তো ছিলেন না আপনারা। একাত্তরে তো ছিলেনই না। এখন দয়া করে চর্কিশে থাকেন। তাহলে জনগণ উপকৃত হবে।

‘জুলাই ছিলো আশুনমাত্য

রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে অন্তত ৩৭ জন নিহত ও বহু মানুষ আহত হ়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা ও অস্থিরযোগের ঘটনা ঘটে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডে গাড়িতে আটান দেওয়া হয় এবং মেট্রোরেলের কাজীপাড়া ও মিরপুর ১০ স্টেশনে ভাঙচুর চালানো হয়। এদিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাদির ইসলামকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নেওয়া হয়েছে বলে পরিবার ও সমন্বয়কদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। একইদিন বিকাল পৌনে পাঁচটার দিকে হাজার হাজার মানুষ নারিসিলে কারাগারে হামলা চালায়। এরপর তারা কারাগারের দরজা ও লকআপ ভাঙতে শুরু করলে ৮২৬ জন কারাবন্দি পাগিয়ে যায়।

হামের উপসর্গে প্রাণ গেলো আরও ৪ শিশুর

কীর্তনখোলা ডেক

দেশে নতুন করে হামের উপসর্গ নিয়ে চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে এক হাজার ৯৩৮ শিশু। রোববার (১৯ জুলাই) বিকেলে ‘ষাফা অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হান্দাপাণদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৬৯৩ শিশু। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৯৫ শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে

বর্গীর্ণনাখানা

বাউফলে আমন বীজতলা

ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ সরকারি হিসাবের চেয়ে বেশি । ধূলিয়া ইউনিয়নের কৃষক কালাম মিয়া বলেন, ৭কৃষি অফিসের লোকজন অফিসে বসে হিসাব করে। মাঠের বীজতলা যে শেষ হয়ে গেছে সেটা তারা দেখে না। বীজতলা নষ্ট হওয়ায় এবার আমন চাষ করতে পারব কি না তা নিয়ে চিন্তায় আছি। নাজিরপুর ইউনিয়নের কৃষক সোবহান আলী বলেন, ৭বীজতলা পানির নিচে। কৃষি অফিস জানিয়েছে, পানি নেমে গেলে বীজতলার কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু বীজতলা তো পচে গেছে। আমন ধানের ফলন নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। কালাইয়া ইউনিয়নের সবজি চাষি রহিম গাজী জানান,৭ খরিফ মৌসুমের শাকসবজি, যা লাগিয়েছিলাম। সব তলিয়ে পচে গেছে। বড় ক্ষেত্রের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে গেল। ৭ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মিলন বলেন, কয়েকদিনের টানা বর্ষণে কোথাও কোথাও বীজতলা আংশিক বা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়েছে। তবে জোয়ার ও বর্ষার পানি দ্রুত নেমে গেলে খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি হবে না বলে আশা করছি। এরই মধ্যে কিছু কিছু কৃষক উঁচু জমিতে নতুন করে বীজতলা তৈরি শুরু করেছেন। তিনি আরও বলেন, সম্পূর্ণ আর্থিক ক্ষতি নিরুপণ এবং কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা মাঠপর্যায়ে কাজ করছেন।

মঠবাড়িয়ায় সড়ক ভেঙে পাঁচ

তাদের মিমশিম খেতে হচ্ছে। আটো বাইক চালক মো. মহিঙ্গুরাহ জানান, বর্ষায় এমনিতেই যাত্রী কম থাকে। তার উপর সড়ক ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ৩ দিন থেকে উপার্জন বন্ধ। কিশির তালপানার ভয়ে এনজিওর লোকদের থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়। এ বিষয়ে পিরোজপুর সওজের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. রাসেল জানান, প্রতি বর্ষা মৌসুমে পানির চাপে এই সড়কটিতে বিভিন্ন স্থান ভেঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। বর্তমানে যোগাযোগ সচল রাখতে সড়ক মেরামতের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ইয়াবা সেবনের অভিযোগে

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শাকিল জানান, ইয়াবা সেবনের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে এলাকাবাসী ওই ৬ জনকে প্রথমে একটি বাগানে আটকে রাখেন। পরে তাদের রশি দিয়ে বেঁধে স্থানীয় ‘তবগী রাস্তার মাথা’ বাজারে নিয়ে আসা হয়। সেখানে স্থানীয় মুর্কশি ও সাধকে ইউপি সদস্য লিটন মেথারের উপস্থিতিতে অভিযুক্তদের কান ধরে ঠঠসব করে। একইসঙ্গে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ানোর পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এলাকাবাসীর অভিযোগ, বাজারে নিয়ে আসার পথেই অভিযুক্ত খেজ্ঞাসেবক দলের নেতা সামীম কৌশেল সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যান। ফলে তাকে আর শাস্তির আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। এদিকে ওদিক সেবনের বিষয়ে বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ইয়াবার পরিমাণ বেশি হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে যেত। নেহেতু এটি অসামান্য আদালতের আওতাভুক্ত বিষয়, তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেন তিনি। পরবর্তীতে এ বিষয়ে জানতে বোরহানউদ্দিন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএও) মনোরঞ্জন বর্মণ এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) রণজিৎ চন্দ্র দাসের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

গৌরনদীতে বিএনপির

ঢেলে আঙন দিয়ে মোটারসাইকেলে করে দ্রুত মিয়ারচর গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছিলেন। তিনি আরও জানান, এ সময় তিনি চিৎকার করে আঙন নেতাদের কাজ শুরু করেন। তার চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে তৎক্ষনিক আঙন নিভিয়ে ফেলায় বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। অন্যদিকে ওই বাজারের ব্যবসায়ী মো. ছিদ্দিকুর রহমান জানান, ঘটনাস্থল থেকে একটি রইয়ে কিছু পোট্রোল উদ্ধার করা হয়েছে। সরিকলে ইউনিয়নের ছয় নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির আধার্যক মজনু মুধা বলেন, বিষয়টি থানা পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলেছে। গৌরনদী উপজেলার সরিকল পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে রবিবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে পুলিশের একাধিক টিম মাঠে কাজ শুরু করেছে বলেও জানান তিনি।

পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়ক সংস্কারের

১২ টি যানবাহন চলাচল করে। এর মধ্যে পরিবহন বাস, লোকাল বাস, ডিস্ট্রিকি ট্রাক, মিনি ট্রাক, মাইক্রোবাস ও গ্রাইভেজডকার। এর বাহিরেও সহস্রাধিক অবৈধ মাহেস্ত্র, ড্রিল, সিএনজি ও ব্যাটারীচালিত অটোগাড়ী চলাচল করে বলে জানান পটুয়াখালী সেতুর টোল আদায় কর্তৃপক্ষ। গত ৮ বছরে সড়কদুর্ঘ্বে খানাখন্দে ভয়ে যায়। এ বছর জুন মাসের শুরুৰ দিকে পটুয়াখালী বাসস্ট্যান্ড থেকে মহিষকাটা স্ট্যান্ড পর্যন্ত ১৯ কিলোমিটারি সড়ক পটুয়াখালী সড়ক ও জনপথ বিভাগ মোরামত করেন। ৩০ জুন ওই কাজ শেষ হয়। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ায় ১৫ দিনের মধ্যেই মহাসড়কে শত শত খানাখন্দ সৃষ্টি হয়েছে। খানাখন্দের কারণে সড়কে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানান গাড়ী চালকরা। অভিযোগ রয়েছে দায়সারা সড়ক ও জনপথ বিভাগ কাজ করায় ১৫ দিনের মধ্যে সড়কের পাঁচ উঠে খানাখন্দে পরিণত হয়েছে। দ্রুত সড়ক সংস্কার কাজের অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার দাবী গাড়ী চালক মোঃ নিজাম উদ্দিন, সালাম ও স্থানীয় ইমরান, রাসেল ও শাহ আলমের। রবিবার সরেজমিনে ঘুরে দেখাগেছে, পটুয়াখালী বাসস্ট্যান্ড থেকে মহিষকাটা পর্যন্ত ১৯ কিলোমিটারি খানাখন্দে ভরে গেছে। এর মধ্য শাখারিয়া থেকে মহিষকাটা পর্যন্ত ৫ কিলোমিটারি গুধুই খানাখন্দ। যাত্রী তানজিলা, জিয়া উদ্দিন জুয়েল ও নজরুল ইসলাম বলেন, কিছুদিন আগে মহাসড়কে কাজ করতে দেখলাম, এখন সেই মহাসড়ক খানাখন্দে ভরা। তুহিন পরিবহণ গাড়ীর চালক সাদ্দাম মিয়া বলেন, সড়কে খানাখন্দের কারণে গাড়ী চালাতে সমস্যা হচ্ছে। এতো অল্প সময়ে কিভাবে এতো খানাখন্দ হয় বুঝে আসে না? পটুয়াখালী সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সড়কে খানাখন্দ হচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যেই ওই সড়কের খানাখন্দ সংস্কার করা হবে।

পিরোজপুরে নদীভাঙনে বিলীন

তীব্র ভাঙনে বিলীন হচ্ছে বসন্তভিটা, ফসলি জমি, সড়কসহ নানা স্থাপনা। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বাড়ির ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক পরিবার। ভাঙন রোধে স্থায়ী ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা পরিবারগুলি। পিরোজপুর সদর উপজেলার হুসারহাট, দেওনাখালি, নেছারাবাদ উপজেলায় হারছিনা, কাউখালী উপজেলার আমড়া হাড়ি ফেরিঘাট মঠবাড়িয়ার খেতাচিরা, মাঝেরচর ও ইন্দুরকানী উপজেলায় কয়েক হাজার পরিবার নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কারো কারো জায়গা হয়েছে আশ্রয়ণ প্রকল্পে আবার কেউ জীবিকার তাগিদে চলে গিয়েছেন অন্য কোথাও। করা, সন্ধ্যা, বেলােশ্বর, কাপী গঙ্গা নদীর অব্যাহত ভাঙনে একের পর এক বিলীন হচ্ছে বসন্তভিটা, আবাদি জমি, সড়কসহ সরকারি স্থাপনা। নদীর কবাল গ্রাসে নিঃশ হয়ে পড়ছে পরিবারগুলো। বছরের পর বছর ভাঙনের শিকার হলেও এখনো মেলেনি কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ৭পিরোজপুরের সাতটি উপজেলার প্রায় সবগুলোই নদীবৌজিত। বর্তমানে ৬টি পোতাড়ের প্রায় ৩৩৩ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ রয়েছে। ভুক্তভোগীরা জানান, বিগত

বহরগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে নদী তীরবর্তী এলাকার কয়েক হাজার পরিবার তাদের সবটুকু হারিয়েছে নদী ভাঙনে। অধিকাংশ এলাকায় বেড়ি বাঁধ না থাকা ও ভাঙা থাকার কারণে হুমকির মুখে রয়েছে এ সব এলাকার বাসিদারা। দ্রুত টেকসই বেড়িবাঁধ ও সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন নদীর তীরবর্তী এলাকার বাসিদারা। ৮০ বছরের বৃদ্ধা বুরুজান বিবি বলেন, ‘এই নদীতে আমার সব শেষ হ’ইয়া গেছে। আমার অনেক জায়গা ছিল, নদী ভাঙলে আমি সব হারাছি।’ এহন আমার একটা ঘর আছে, সরকার যদি আমাদের দিকে না তাকায় তাহিলে সেটাও থাকবে না। এই গ্রামে ভালো বেরিবাঁধ দরকার। যদি বেরিবাঁধ হয় তাহিলে একটু শান্তি থাকতে পারমু।’ পিরোজপুর সদর উপজেলার কৈবর্ত খালি গ্রামের নদীপাড়ের মসজিদের ইমাম রফিকুল ইসলাম বলেন, আমাদের দুঃখের শেষ নেই, এত পরিমাণ নদী ভাঙন, কিন্তু সরকার দেখে না। সন্তানরা ঠিকমতো স্কুল মাদরাসায় যেতে পারে না। এ বছর মনে হয় মসজিদটাও আর থাকবে না, নদীতে চলে যাবে। আমাদের এলাকায় ভালো একটা সাইক্লোন সেন্টারও নেই, যে বর্ণ্ম্যা হলে সেইখানে থাকবে। সরকারের কাছে দাবি জানাই আমাদের একটা টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ কইরা দেওয়া হোক। জেলাে আজলল খান বলেন, আমাদের এলাকায় আগে অনেক মানুষ থাকতো কিন্তু এখন থাকে না। থাকবে কেনেদে জায়গা জমি যতটুকু ছিল সব নদীতে চলে গেছে। জোয়ার হইলে পানিতে সব তলয়া যায়। বন্যার সময় আমাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকে না। নদী ভাঙন যেভাবে হচ্ছে তাকে আর থাকা যাবে না। পিরোজপুর পানি উদয়ন বিদ্যায়ের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী আবু জাফর মো. রাসেল খান বলেন, পিরোজপুর জেলায় ৬ টি পোতাড়ের ৩৩৩ কিলোমিটারি এলাকা জুড়ে বেড়িবাঁধ রয়েছে। কিছু স্থানে অরক্ষিত অবস্থায় আছে। এছাড়াও কোন স্থানে ভাঙন দৃশ্যমান হলে জরুরী ভিত্তিতে তা বাস্তবায়ন করা হবে। সন্ধ্যা, বেলােশ্বর, কচা নদী ভাঙনের ফিজিবিবিলিটি স্টাডি চলমান রয়েছে, এই ফিজিবিবিলিটি স্টাডির কাজ সম্পন্ন হলে বোঝা যাবে কোন কোন স্থানে ভাঙন বেশি রয়েছে এবং সেখানে ভাঙন রোধে কাজ করা হবে।

বিধবাকে পিটিয়ে হাত-বুকের হাড় ভাঙার

সাধারণ সম্পাদক বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক বছর আগে ‘স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে রহিমা বেগম সন্তানদের নিয়ে স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে সবসময় কলহে। অভিযোগ রয়েছে, ওই সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নভাবে তাকে চাপ দিয়ে আসছিলেন কালাম মাঝি। ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, গত বুধবার সকালে বিক্রির জন্য নারিকেল পাড়তে গেলে কালাম মাঝি তার ছেলে জাকির, জিহাদসহ কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে রহিমা বেগমকে ওপর হামলা চালাল। এ সময় তাদের কেধেতু মারধর করা হলে তার বাম হাত ও বুকের একটি হাড় ভেঙে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহিমা বেগমের ছেলে আল আমিন রোববার (১৯ জুলাই) স্থানীয় সংবাদকর্মীদের বলেন, আমার বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি দখলের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কালাম মাঝি আমাদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করে আসছে। বুধবার নারিকেল পাড়ার সময় তারা আমার মাকে মারধর করে গুরুতর আহত করেছে। আমার মা এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় থানায় মামলা করতে কিছুটা দেরি হয়েছে। আমি এ ঘটনার সুহু বিচার চাই। স্থানীয় ইউপি সদস্য নিজাম উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গ্রাম পুলিশ পাঠানো হয়। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, রহিমা বেগমকে মারধরের ঘটনাটি সত্য। চরফ্যাশন থানার ওসি ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া বলেন, ঘটনার বিষয়ে আমরা অগতঃ। ভুক্তভোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মামলার পর প্রথান অভিযুক্ত কালাম মাঝিসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলেছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হরমুজ প্রণালিতে সব ধরনের

বহাল থাকবে। খবর মেহেহে ডিউজ এজেন্সি। রোববার (১৯ জুলাই) ইরানের স্থানীয় এক গণপ্রাধম্যকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সূত্রটি জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের শরুতামূলক কর্মকাণ্ড ও উসকানিমূলক পদক্ষেপ অব্যাহত থাকা পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকবে এবং কোনো জাহাজকে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে না। সূত্রটি দাবি করে, বর্তমানে এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথে জাহাজ চলাচল শুন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। তার তথ্য অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালি অতিক্রমের যেকোনো চেষ্টা, বিশেষ করে নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারী জাহাজের বিরুদ্ধে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা নেবে। আইআরজিসির ওই সূত্র আরও জানায়, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সহায়তায় কয়েকটি জাহাজ হরমুজ প্রণালি অতিক্রমের চেষ্টা করলে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী সেগুলোর মুখেমুখি হয় এবং তাদের প্রতিহত করে। সূত্রটি জোর দিয়ে বলে, বর্তমান পরিস্থিতিতে হরমুজ প্রণালি দিয়ে কোনো ধরনের জাহাজ চলাচল হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের শরুতামূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকলে এই নৌপথ বন্ধ থাকবে এবং কোনো জাহাজকে পারাপারের অনুমতি দেওয়া হবে না।

ইরানের নির্মাণাধীন পারমাণবিক

বিদ্যুৎকেন্দ্রে মার্কিন হামলার এই তথ্য জানিয়েছে। ইরানের রষ্ট্রীয়ও টেলিভিশনে প্রচারিত বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছে, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে অত্যাধিক বর্বর ও আত্মীয়া এক পদক্ষেপের মাধ্যমে রোববার নির্মাণাধীন দারফেভিন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কয়েকটি ক্ষেপণাস্র নিক্ষেপ করেছে মার্কিন বাহিনী। দেশটির পরমাণু শক্তি সংস্থা বলেছে, খুজেন্তান প্রদেশে অবস্থিত নির্মাণাধীন দারফেভিন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ক্ষেপণাস্রের আঘাতে কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে এই বিষয়ে জানতে বিস্তারিত পর্যালোচনা চলেছে। সংস্থাটি বলেছে, স্থানীয় সময় রোববার ভোর ৬টা ৩৯ মিনিটের দিকে ওই পারমাণবিক বিদ্যু় স্থাপনার হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী। মার্কিন এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এইওআই। ইরানে ২০২২ সালে ওই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশটির সামরিক-বেসামরিক স্থাপনার লক্ষ্য করে গত এক সপ্তাহ ধরে টানা হামলা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন হামলার জবাবে কয়েকটি আঞ্চলিক দেশে মার্কিন সামরিক বাহিনীর ব্যবহার করা সব স্থাপনা ও ঘাঁটি লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা চালিয়েছে ইরানের সামরিক বাহিনীও। যুদ্ধের অবসান এবং স্থায়ী শান্তি চুক্তিতে পৌছানোর লক্ষ্যে গত জুনে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ওয়াশিংটন ও তেহরানেের মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরে হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে তেহরানের বাধা দেওয়ার অভিযোগে দেশটিতে নতুন করে হামলা শুরু করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

বৈরী আবহাওয়ায় থমকে আছে

আবহাওয়ার কারণে আবারও সাগরে যেতে না পারায় তারা নতুন করে আর্থিক সংকটে পড়েছেন বরষও দাবি করেন তারা। মাসুম মাঝি বলেন, অনেক আশা নিয়ে সাগরে গিয়েছিলাম। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় ফিরে আসতে হয়েছে। এখন ট্রলার যাত্রী বাঁধা উল্লেখ করে তিনটি হাঙ্গা প্রকাশ করে করে বলেন, কবে আবার সাগরে যেতে পারার জানি না। কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাফির আমম সূজন জানান, আবহাওয়া অধিদপ্তর উপকূলীয় এলাকায় ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক

সংকেত জারি করেছে। এ অবস্থায় ট্রলার, মাছ ধরার নৌকা ও অন্যান্য নৌযানের সমুদ্রে চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি বলেন, পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত কাউকে সমুদ্রে না যাওয়ার অন্যান্য জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে সাগরে থাকা সব নৌযানকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসতে এবং ট্রলার মালিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোতফা চৌধুরী বলেন, নিষেধাজ্ঞা শেষে অসংখ্য ট্রলার সাগরে গেলেও উত্তাল সমুদ্রের কারণে বেশির ভাগই খালি হাতে ফিরে এসেছে। এরপর আবার ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত জারি হওয়ায় জেলেনদের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। উপকূল অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও গবেষক শফিকুল ইসলাম খোকন বলেন, জেলেনদের জীবন দুর্যোগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর উদ্যোগ, ট্রলারে বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা সরঞ্জাম নিশ্চিত করা এবং সরকারি প্রশোদনা বাড়ানো জরুরি।

জুলাইয়ের ১৮ দিনে এলো

দেশে এসেছে ১৬ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলারের প্রবাসী আয়। এর আগে চলতি মাসের প্রথম পাঁচ দিনে এসেছিল ৫৬ কোটি ৭০ লাখ ডলার। মাসদুর্ঘ্বে ধারাবাহিকভাবে রেমিট্যান্সপ্রবাহ অব্যাহত থাকার ১৮ দিনের মধ্যেয় মোট প্রবাসী আয় পৌঁছেছে ১৭৯ কোটি ৮০ লাখ ডলারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম ১৮ দিনে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৩০ কোটি ২০ লাখ ডলার, যা ২০ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সমান। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, ব্যারিংক চ্যানেলে অর্থ পাঠানোর প্রবণতা বৃদ্ধি, বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রণোদনার কারণে প্রবাসী আয়ের ইতিবাচক ধারা বজায় রয়েছে। এ প্রবাহ দ্বেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী করা, আমদানি ব্যয় মোটানো এবং বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পটুয়াখালীতে জামায়াত নেতার পরকীয়ার

পটুয়াখালীর ঘটনা দাবিতে প্রচার করা হয়েছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধানে ‘Gaurav’ নামক এক্স আ্যকউটে গত ১৫ জুলাইয়ে প্রকাশিত একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়, যার সঙ্গে আলোচিত দাবি সংবলিত ভিডিওর দৃশ্যের মিল রয়েছে। উক্ত পোস্টের ক্যাপশন থেকে জানা যায়, এটি ভারতের উত্তর প্রদেশের কনৌজ জেলার এক স্কুলের ঘটনা। এই ঘটনায় দুই শিক্ষকের পরকীয়ার ভিডিও গোপন ক্যামেরায় ধারণ হওয়ার পর তাদেরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রাসঙ্গিক কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে ভারতীয় গণমাধ্যম ‘The Free Press School Teachers Suspended After Intimate Classroom Video Goes Viral’ শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়। উক্ত প্রতিবেদন থেকেও একই তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং, ভারতের একটি স্কুলে শ্রেণিকক্ষের ভেতরে দুই শিক্ষকের অশালীন আচরণের মুহূর্তের ভিডিওকে বাংলাদেশের পটুয়াখালীতে জামায়াত নেতার পরকীয়ার দৃশ্য দাবিতে প্রচার করা হয়েছে; যা বিস্মাত্তিকর।

মঠবাড়িয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে

প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, ৫০ জনকে ৫৬ বাড়িল টেউটিন এবং গৃহমঞ্জুরীর সঙ্গে চেক এবং ২’শ জনকে আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করা হয়েছে।

স্কুলছাত্রকে গাছে বেঁধে নির্যাতন, থানায়

দুপুর আড়াইটার দিকে তার ছেলে প্রতিবেশীর বাড়িতে টেলিভিশন দেখতে যায়। পরে সে মনিরাম বাজার এলাকায় পৌছালে স্থানীয় কয়েকজন যুবক তাকে জোরপূর্বক আটকে রেখে স্বর্ণালঙ্কার চুরির মিথ্যা অভিযোগ তোলে। এরপর জনসম্মুখে ওই শিক্ষার্থীর হাত-পা বেধে ট্রাস্টিকের চেয়ার ও এসএস পাইপ দিয়ে মারধর করা হয়। একপর্যায়ে তাকে একটি সুপারি গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে দীর্ঘ সময় নির্যাতন চালানো হয়। খবর পেয়ে তিনি ছেলেকে উদ্ধার করতে গেলে উদ্টো তাকে ভয়াভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরামর্শে কামাল হাওলাতুর বোরহানউদ্দিন থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে থানায় অভিযোগ করায় আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন অভিযুক্তরা। গভীর রাতে বাড়ি ফেরার পথে স্থানীয় টবগী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মজনু বয়াতীর বাড়ির সামনে পৌছামাত্র ৪০ থেকে ৫০ জনের একটি সশস্ত্র দল কামাল হাওলাদারের ওপর অতর্কিত ও নৃশংস হামলা চালায়। কোনো রকমে এ্রাণে বেঁচে তিনি জাতীয় জরুরি সেবা ‘৯৯৯’-এ ফোন করলে বোরহানউদ্দিন থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে রক্ষাভ অবস্থায় উদ্ধার করে। পরে তাকে বোরহানউদ্দিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। ভুক্তভোগীর অভিযোগ, তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায়ও দুর্বৃত্তরা তার বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের হুমকি দিচ্ছে। ফলে তার পুরো পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। খনির ও তার মাসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রধান অভিযুক্ত মজনু বয়াতী স্থানীয় যুবদলের প্রভাবশালী নেতা। গত ৫ আগস্টের পর থেকে এলাকায় বিভিন্ন বিচার-সালিশের নামে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে মোটা ক্ষেত্রের অর্থ বাণিজ্যের একাধিক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। তবে নির্যাতনের এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে অভিযুক্ত যুবদল নেতা মজনু বয়াতী বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ওই ছেলোটিকে চুরির অভিযোগে স্থানীয়রা আটক করেছিল। এলাকায় তার বিরুদ্ধে এর আগেও চুরির রেকর্ড রয়েছে। পরে তার পরিবারের অনুরোধেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, স্কুলছাত্র নির্যাতন ও পরবর্তীতে ববার ওপর হামলার ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেঘনায় জেলেনদের জালে ধরা

মাছ ধরার সরঞ্জাম ব্যবহারের কারণে দেশীয় মাছের প্রজনন ও উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। এসব অবৈধ জালে বিপুল পরিমাণ মাছের পোনা নিধন হওয়ায় দেশীয় পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছিল। তবে সম্প্রতি পরিস্থিতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্থানীয় জেলেরা জানান, কয়েকদিন ধরে তাদের জালে নিয়মিত বড় আকারের দেশীয় পাশাশ ধরা পড়ছে, যা গত কয়েক বছরে খুব একটা দেখা যায়নি। এতে নদীতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হবে বলে আশা করছেন তারা। হিজলা উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম বলেন, গত দুই বছর ধরে হিজলা উপজেলার মেঘনা নদীতে সব ধরনের অবৈধ বেহুশী জাল, পাশাশের পোনা ধরার চাই এবং সুতার তৈরি লাইন বর্শি উচ্ছেদে আমরা সফল হয়েছি। একই সঙ্গে দিনরাত ২৪ ঘন্টা নিয়মিত নদীতে নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। এরই সুফল হিসেবে এখন নদীতে দেশীয় পাশাশের আধিক্য দেখা যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সাধারণত শীত মৌসুমে সীমিত পরিমাণে দেশীয় পাশাশ পাওয়া যায়। কিন্তু এবার মৌসুমের বাইরেও জেলেনের জালে বড় আকারের পাশাশ ধরা পড়ছে, যা অত্যন্ত ইতিবাচক। আমাদের এই অভিজ্ঞান ও নজরদারি অব্যাহত থাকলে যেখনা নদীতে দেশীয় মাছের প্রাচুর্য আরও বৃদ্ধি পাবে এবং নদীর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দৌলতখানে দুই দিনে

হোসেন (৩৫) এবং চরখলিফা ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত রফজল আমিন পাটোয়ারীর ছেলে মোঃ আলাউদ্দিন পাটোয়ারী (৫০)। পুলিশ জানায়, ডোপ টেস্টের মাধ্যমে তাদের মাদকসেবন বা মাদকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করা হয়েছে। দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফকরুল ইসলাম বলেন, শনিবারতখানে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে রোববার ৬ জন ও দশিবার ৬ জনসহ গত দুই দিনে মোট ১২জন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হলো। আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।’ ওসি আরও বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিয়ের প্রলোভনে তরুণীকে ধর্ষণের

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ করে আসছিলেন।

সম্প্রতি ওই তরুণী বিয়ের চাপ দিলে জাহিদ অস্বীকৃতি জানান। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী তরুণী বাদী হয়ে সকালে মুলানী থানায় একটি মামলা করেন। এতে আসামি করা হয় ওই ছাত্রদল নেতা ও তাঁর বড় ভাই নাদিম খলিফাকে। মুলানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। প্রধান আসামি জাহিদ খলিফাকে গপ্পুরের দিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিকেলেই তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অপর আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সংস্কারের দায়িত্ব আমাদেরকেই

বলেন, নির্বাচনের আগে আমরা জনগণকে বলেছিলাম, আমাদের ফ্রিতে ভোট দিন, আমরা ফ্রিতে সার্ভিস দেব। সেই প্রভৃতি বাস্তবায়নে আমরা জনগণের পক্ষে কথা বলে যাচ্ছি। সংসদে নিজের ভূমিকার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, গত পাঁচ মাসে সংসদে কোনো রক্তচক্ষুকে ভয় পাইনি। মিডিয়া মাফিয়া, ভূমিখণ্ডেকো, ব্যাংক ডাকাত ও ভোটচোরদের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে কথা বলে যাচ্ছি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, আগে এস আলম ব্যাংক ও দেশের সম্পদ লুট করেছে, কেউ বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি করেছে। এখন একটি দলের স্থানীয় নেতারা বালু, নদী ও গরু চুরির সঙ্গে জড়িত। জনগণের সম্পদ লুটের এই সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, দুর্নীতি, লুটপাট ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। জনগণের সম্পদ রক্ষায় কোনো ধরনের আপস করা হবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। পথসভায় আরও বক্তব্য রাখেন এনসিপির যুগ্ম আন্সার্যক মো. আলী আহসান জুনায়েদ, তুহিন, কেন্দ্রীয় যুবশক্তির সভাপতি অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় ছাত্রশক্তির সভাপতি মো. জাহিদুল ইসলাম। এছাড়া কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন এবং রাজাপুর উপজেলা এনসিপির সভাপতি শাহরিয়ার শাকিলসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা। এ সময় হাসনাত আবদুল্লাহ এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মো. আরিফুর রহমান তুহিনকে রাজাপুর উপজেলা চেয়ারম্যান পদে দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দেন। সমাবেশ শেষে এনসিপির কেন্দ্রীয় পদযাত্রা রাজাপুরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।

বছরে কোটি টাকার ভেজাল ওষুধের কারবার, মূলহোতাসহ গ্রেপ্তার ৩

কীর্তনখোলা ডেক্স
নাটোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে চটকদার রিজ্ঞাপন দিয়ে ভেজাল ও অনুমোদনহীন ওষুধ বিক্রির অভিযোগে একটি অবৈধ কারখানায় অভিযান চালিয়ে মূল হোতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় প্রায় ১২ লাখ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি, বিপুল পরিমাণ ভেজাল ওষুধ ও কঁচামাল জব্দ করা হয়। রোববার (১৯ জুলাই) দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শরীফুল হক। এরআগে, শনিবার (১৮ জুলাই) সন্ধ্যায় সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের পার আটখরিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- পার আটখরিয়া গ্রামের সুলতান মিয়ার ছেলে খোকন মিয়া (২৮), একই গ্রামের খবির হোসেনের ছেলে শরিফুল ইসলাম (২৮) এবং আওরাহুল দক্ষিণপাড়া গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে তারিকুল ইসলাম (২৪)। সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার জানান, খোকন মিয়া প্রায় এক বছর ধরে ভেজাল ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত। তিনি ফেসবুকে ‘এসকে নিউট্রিশন’ ও ‘অর্গানিক বায়ো কেয়ার সলিউশন’ নামে দুটি পেজ খুলে অনুমোদনহীন ওষুধের প্রচার চালাতেন। অনলাইনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এসব ওষুধ বিক্রি করে বছরে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ লাখ টাকা আয় করতেন। যৌন উত্তেজকসহ প্রায় ৪০ ধরনের বিভিন্ন রোগের ভেজাল ওষুধ তৈরি ও বাজারজাত করতেন তিনি। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অবৈধ কারখানাটি থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ধরনের সরকারি অনুমোদন বা লাইসেন্স ছাড়াই আশাস্থ্যকার পরিবেশে ওষুধ উৎপাদনের কথা স্বীকার করেছেন বলে জানায় পুলিশ। অভিযানে জপ করা সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে ক্যাপসুল তৈরির অত্যাধুনিক মেশিন (এনজিপি-১ ২০০), পাঁচটি ট্যাবলেট প্রেস মেশিন, ব্রেজিং ও জ্বারার মেশিনসহ ১০ ধরনের যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন। এছাড়া কয়েকশ কেজি যৌন উত্তেজক ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, বিভিন্ন রাসায়নিক কামান্য এবং বাজারজাতের জন্য প্রস্তুত অ্যালার্জি ও চর্মরোগের নকল মসল ও ক্যাপসুল উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সুপার বলেন, এসব ভেজাল ওষুধ সাময়িকভাবে উপকার দিলেও দীর্ঘমেয়াদে গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। ‘ওষুধি গ্রাম’ এর সুনামকে পূণি করে একটি চক্র এ ধরনের অপরাধ চালিয়ে আসছিল। এদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে অনলাইনে ওষুধ কেনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) ইফতে খায়ের আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেণ) উদয় কুমার সাহা, জেলা ডিবি পুলিশের ওসি নজরুল ইসলামসহ জেলা পুলিশের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

